প্রথম আলো
10 AUG 2026

২০২৫-২৬ অর্থবছরে শীর্ষ ১০ আমদানি পণ্য

পণ্য	পরিমাণ (কোটি টন)	ব্যবহার
কয়লা	২.০৭	বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি
ক্লিংকার	১.৯২	সিমেন্টের কাঁচামাল
চূর্ণ পাথর	১.৬৮	উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
স্ল্যাগ	০.৮৩	সিমেন্টের কাঁচামাল
গম	০.৭৪	ভোগ্যপণ্য
চুনাপাথর	০.৬০	সিমেন্টের কাঁচামাল
স্ক্র্যাপ	০.৫৭	রড তৈরির কাঁচামাল
বড় পাথর	০.৫৫	উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে
এলএনজি	০.৫১	জ্বালানি পণ্য
ছাই	০.৫০	সিমেন্টের কাঁচামাল

সূত্র : এনবিআর

সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় কয়লা, দ্বিতীয় স্থানে ক্লিংকার

আমদানি খাত

প্রতি ১০০ কেজি আমদানি পণ্যের মধ্যে ৬৩ কেজিই শীর্ষ ১০ পণ্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে একমাত্র গমই রয়েছে এই তালিকায়।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫ হাজার ৭০০ শ্রেণির পণ্য আমদানি হয়। শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে উন্নয়নকাজের নানা উপকরণ রয়েছে এই তালিকায়। তবে হাজার হাজার পণ্যের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটির আমদানিই হয় বিপুল পরিমাণে। কোনো কোনোটির আমদানি বছরে কোটি টনও ছাড়িয়ে যায়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় কয়লা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের ৪৬টি কাস্টম স্টেশন দিয়ে মোট ১৫ কোটি ৮৬ লাখ টন পণ্য আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষ ১০ পণ্যই আমদানি হয়েছে ৯ কোটি ৯৮ লাখ টন, অর্থাৎ আমদানি হওয়া প্রতি ১০০ কেজি পণ্যের মধ্যে প্রায় ৬৩ কেজিই শীর্ষ ১০ পণ্য।

শীর্ষ ১০ পণ্যে আবার আধিপত্য শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণের। খাদ্যশস্যের মধ্যে একমাত্র গম এই তালিকায় জায়গা পেয়েছে।

এনবিআরের হিসাবে ২০০০-০১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত টানা ২৫ বছর পরিমাণের দিক থেকে দেশে সবচেয়ে বেশি আমদানি হওয়া পণ্য ছিল সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকার। এবার সেই দীর্ঘ আধিপত্যের অবসান ঘটল।

ক্লিংকারকে হটিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে কয়লা। বিদায়ী অর্থবছরে দেশে ২ কোটি ৭ লাখ টন কয়লা আমদানি হয়েছে।

কয়লার এই উত্থান অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার চাহিদা দ্রুত বেড়েছে। গত অর্থবছরে আমদানি হওয়া মোট কয়লার প্রায় ৭৫ শতাংশই এনেছে ছয়টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

ফলে একসময় মূলত শিল্পকারখানার জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত কয়লা এখন পরিমাণের হিসাবে দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি পণ্যে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘদিনের শীর্ষস্থান হারিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে এসেছে সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার। গত অর্থবছরে ক্লিংকার আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৯২

“

পরিমাণে সবচেয়ে বেশি আমদানি হওয়া পণ্যগুলোর বেশির ভাগই শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণ। এর মধ্যে সিমেন্ট ও ইস্পাত খাতের কাঁচামালই পাঁচটি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ বাড়লে এসব পণ্যের চাহিদাও বাড়বে।

আমিরুল হক, সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার

চূর্ণ পাথর। বিদায়ী অর্থবছরে দেশে ১ কোটি ৬৮ লাখ টন চূর্ণ পাথর আমদানি হয়েছে। সড়ক, ভবনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে এ পাথর ব্যবহার করা হয়।

চূর্ণ পাথরের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বোল্ডার পাথরও আমদানি হয়। গত অর্থবছরে বোল্ডার পাথর আমদানি হয়েছে ৫৫ লাখ টন। পরিমাণের হিসাবে এটি রয়েছে অষ্টম অবস্থানে। নদীশাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নকাজে বোল্ডার পাথর ব্যবহার করা হয়।

শীর্ষ ১০ আমদানি পণ্যের মধ্যে ভোগ্যপণ্য আছে মাত্র একটি। সেটি হলো গম। পরিমাণের হিসাবে গম রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে। গত অর্থবছরে দেশে ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে।

দেশে গমের চাহিদার আনুমানিক প্রায় ১৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি প্রায় ৮৫ শতাংশ চাহিদা মেটাতে হয় আমদানির মাধ্যমে। ফলে খাদ্যশস্যের মধ্যে গমই পরিমাণের হিসাবে দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি পণ্য।

রড তৈরির প্রধান কাঁচামাল পুরোনো লোহার স্ক্র্যাপ বা পুরোনো লোহার টুকরা রয়েছে সপ্তম অবস্থানে। গত অর্থবছরে প্রায় ৫৭ লাখ টন স্ক্র্যাপ আমদানি হয়েছে। দেশের ইস্পাত কারখানাগুলোয় এসব স্ক্র্যাপ গলিয়ে বিলেট তৈরি করা হয়। পরে সেই বিলেট থেকে রডসহ বিভিন্ন ইস্পাতপণ্য উৎপাদিত হয়।

দেশে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আমদানি করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রয়েছে নবম অবস্থানে। গত অর্থবছরে এলএনজি আমদানি হয়েছে প্রায় ৫১ লাখ টন।

দেশি গ্যাসের সরবরাহঘাটতি পূরণে কয়েক বছর ধরে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। আমদানি করা এলএনজি আবার গ্যাসে রূপান্তর করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

সব মিলিয়ে শীর্ষ ১০ পণ্যের তালিকায় কয়লা ও এলএনজির মতো জ্বালানি, সিমেন্ট ও

চুনাপাথর	০.৬০	সিমেন্টের কাঁচামাল
স্ক্র্যাপ	০.৫৭	রড তৈরির কাঁচামাল
বড় পাথর	০.৫৫	উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে
এলএনজি	০.৫১	জ্বালানি পণ্য
ছাই	০.৫০	সিমেন্টের কাঁচামাল

সূত্র: এনবিআর

সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় কয়লা, দ্বিতীয় স্থানে ক্লিংকার

আমদানি খাত

প্রতি ১০০ কেজি আমদানি পণ্যের মধ্যে ৬৩ কেজিই শীর্ষ ১০ পণ্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে একমাত্র গমই রয়েছে এই তালিকায়।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫ হাজার ৭০০ শ্রেণির পণ্য আমদানি হয়। শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে উন্নয়নকাজের নানা উপকরণ রয়েছে এই তালিকায়। তবে হাজার হাজার পণ্যের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটির আমদানিই হয় বিপুল পরিমাণে। কোনো কোনোটির আমদানি বছরে কোটি টনও ছাড়িয়ে যায়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় কয়লা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের ৪৬টি কাস্টম স্টেশন দিয়ে মোট ১৫ কোটি ৮৬ লাখ টন পণ্য আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষ ১০ পণ্যই আমদানি হয়েছে ৯ কোটি ৯৮ লাখ টন, অর্থাৎ আমদানি হওয়া প্রতি ১০০ কেজি পণ্যের মধ্যে প্রায় ৬৩ কেজিই শীর্ষ ১০ পণ্য।

শীর্ষ ১০ পণ্যে আবার আধিপত্য শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণের। খাদ্যশস্যের মধ্যে একমাত্র গম এই তালিকায় জায়গা পেয়েছে।

এনবিআরের হিসাবে ২০০০-০১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত টানা ২৫ বছর পরিমাণের দিক থেকে দেশে সবচেয়ে বেশি আমদানি হওয়া পণ্য ছিল সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল ক্লিংকার। এবার সেই দীর্ঘ আধিপত্যের অবসান ঘটল।

ক্লিংকারকে হটিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে কয়লা। বিদায়ী অর্থবছরে দেশে ২ কোটি ৭ লাখ টন কয়লা আমদানি হয়েছে।

কয়লার এই উত্থান অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার চাহিদা দ্রুত বেড়েছে। গত অর্থবছরে আমদানি হওয়া মোট কয়লার প্রায় ৭৫ শতাংশই এনেছে ছয়টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

ফলে একসময় মূলত শিল্পকারখানার জ্বালানি ও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত কয়লা এখন পরিমাণের হিসাবে দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি পণ্যে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘদিনের শীর্ষস্থান হারিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে এসেছে সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার। গত অর্থবছরে ক্লিংকার আমদানি হয়েছে ১ কোটি ৯২ লাখ টন।

সিমেন্ট উৎপাদনে ক্লিংকারের পাশাপাশি স্ল্যাগ, চুনাপাথর, ফ্লাই অ্যাশসহ কয়েক ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার হয়। শীর্ষ ১০ আমদানি পণ্যের তালিকায় এই চারটিরই জায়গা হয়েছে। ক্লিংকারের পর সিমেন্টের আরেক কাঁচামাল স্ল্যাগ রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে। গত অর্থবছরে স্ল্যাগ আমদানি হয়েছে ৮৩ লাখ টন। ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা চুনাপাথর আমদানি হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ টন। আর প্রায় ৫০ লাখ টন আমদানি নিয়ে ফ্লাই অ্যাশ বা ছাই রয়েছে দশম অবস্থানে।

চার ধরনের সিমেন্ট কাঁচামাল মিলিয়েই আমদানি হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৮৫ লাখ টন, অর্থাৎ শীর্ষ ১০ পণ্যের বড় অংশই সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল।

আমদানির পরিমাণে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চূর্ণ পাথর। বিদায়ী অর্থবছরে দেশে ১ কোটি ৬৮ লাখ টন চূর্ণ পাথর আমদানি হয়েছে। সড়ক, ভবনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে এ পাথর ব্যবহার করা হয়।

চূর্ণ পাথরের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বোল্ডার পাথরও আমদানি হয়। গত অর্থবছরে বোল্ডার পাথর আমদানি হয়েছে ৫৫ লাখ টন। পরিমাণের হিসাবে এটি রয়েছে অষ্টম অবস্থানে। নদীশাসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নকাজে বোল্ডার পাথর ব্যবহার করা হয়।

শীর্ষ ১০ আমদানি পণ্যের মধ্যে ভোগ্যপণ্য আছে মাত্র একটি। সেটি হলো গম। পরিমাণের হিসাবে গম রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে। গত অর্থবছরে দেশে ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে।

দেশে গমের চাহিদার আনুমানিক প্রায় ১৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বাকি প্রায় ৮৫ শতাংশ চাহিদা মেটাতে হয় আমদানির মাধ্যমে। ফলে খাদ্যশস্যের মধ্যে গমই পরিমাণের হিসাবে দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি পণ্য।

রড তৈরির প্রধান কাঁচামাল পুরোনো লোহার স্ক্র্যাপ বা পুরোনো লোহার টুকরা রয়েছে সপ্তম অবস্থানে। গত অর্থবছরে প্রায় ৫৭ লাখ টন স্ক্র্যাপ আমদানি হয়েছে। দেশের ইস্পাত কারখানাগুলোয় এসব স্ক্র্যাপ গলিয়ে বিলেট তৈরি করা হয়। পরে সেই বিলেট থেকে রডসহ বিভিন্ন ইস্পাতপণ্য উৎপাদিত হয়।

দেশে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আমদানি করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রয়েছে নবম অবস্থানে। গত অর্থবছরে এলএনজি আমদানি হয়েছে প্রায় ৫১ লাখ টন।

দেশি গ্যাসের সরবরাহঘাটতি পূরণে কয়েক বছর ধরে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। আমদানি করা এলএনজি আবার গ্যাসে রূপান্তর করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

সব মিলিয়ে শীর্ষ ১০ পণ্যের তালিকায় কয়লা ও এলএনজির মতো জ্বালানি, সিমেন্ট ও ইস্পাতশিল্পের কাঁচামাল এবং অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণেরই আধিপত্য। খাদ্যপণ্যের মধ্যে রয়েছে শুধু গম। অর্থাৎ পরিমাণের হিসাবে বাংলাদেশের আমদানির বড় অংশ সরাসরি ভোগের জন্য নয়; বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পকারখানার পণ্য তৈরি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জানতে চাইলে সিমেন্ট, ভোগ্যপণ্য খাতের উদ্যোক্তা ও চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি আমিরুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিমাণে সবচেয়ে বেশি আমদানি হওয়া পণ্যগুলোর বেশির ভাগই শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণ। এর মধ্যে সিমেন্ট ও ইস্পাত খাতের কাঁচামালই পাঁচটি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ বাড়লে এসব পণ্যের চাহিদাও বাড়বে।

> **“পরিমাণে সবচেয়ে বেশি আমদানি হওয়া পণ্যগুলোর বেশির ভাগই শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি ও অবকাঠামো নির্মাণের উপকরণ। এর মধ্যে সিমেন্ট ও ইস্পাত খাতের কাঁচামালই পাঁচটি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ বাড়লে এসব পণ্যের চাহিদাও বাড়বে।**
>
> **আমিরুল হক**, সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার

ঢাকা।

The Financial Express
10 AUG 2026

Diversifying export: It's urgent

Unless promising sectors receive direct, performance-wise support and the country's foreign missions are assigned to find new markets, export diversification will remain more a slogan than a strategy

writes
Syed Fattahul Alim

Major policy incentives incorporated in the budget for fiscal year (FY2026-27) to widen the country's export base are a welcome development. At a recent briefing, the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) informed business leaders that 10 more export-oriented sectors, including motorcycles, fish processing, diversified jute products, handicrafts and recycled textile products, would be allowed to import raw materials duty-free against bank guarantees without obtaining bond licences. The minimum 30 per cent value addition on goods produced with such imported inputs has also been withdrawn.

Alongside these measures are a 14-day service guarantee for business approvals through a single window, automatic approval after expiry of the stipulated time, three-year bond licences and fast-track customs facilities. Evidently, the government has begun to address procedural barriers that have long discouraged new exporters.

But the urgency of export diversification has never been greater. According to provisional data of the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh earned US$48 billion from merchandise exports in FY2025-26, 0.58 per cent below the previous year. Of that amount, the readymade garment (RMG) sector fetched US$38.70 billion, or 80.62 per cent of the total. So, despite decades of policies and speeches promising diversification, four out of every five export dollars still come from apparel. What happens when garment demand weakens, buyers force down prices, trade preferences disappear or a large market raises tariffs? The entire external sector then catches cold. This dependence is a structural risk to employment, foreign exchange earnings and macroeconomic stability.

In this connection, extending duty-free input facilities beyond traditional beneficiaries can lower entry costs for new exporters and release scarce working capital. Small and medium entrepreneurs, who cannot maintain a bonded warehouse or wait months for duty drawback, stand to gain in particular. Likewise, accepting reports from accredited private laboratories and simplifying tax, VAT and customs procedures should help. For exporters, time lost in obtaining a licence or clearing an input is as real a cost as tax. However, budget facilities do not automatically create competitive industries. They work only when customs decisions are predictable, energy supply is dependable, port delays are reduced and businesses can obtain affordable credit.

Removing the minimum value-addition requirement altogether also has a downside. The measure may help new exporters, but it could encourage import-and-re-export activities with little domestic processing. Worse still, duty-free inputs may be diverted to the local market unless the bank-guarantee system is backed by real-time digital tracking, risk-based audits and punishment for abuse. As Bangladesh moves towards graduation from the least developed country category, rules of origin in its major markets will become more, not less, important. So, the government should review how much local employment, technology transfer and net foreign exchange each beneficiary sector is creating. Export diversification cannot mean diversification of duty exemptions alone.

More importantly, equal access to exemptions is

certification expenses, matching grants for design and technology upgrades and assistance in overseas branding. The incentives should be time-bound and subject to performance audits so that they do not turn into permanent rents.

Jute deserves special consideration in this regard. At a time when the world is searching for biodegradable alternatives to plastic, Bangladesh possesses the crop, knowledge, mills and history to build a globally recognised green industry. Yet the sector remains confined to raw fibre and traditional sacks, while higher-value products such as geotextiles, composite materials, home furnishings, specialised packaging and fashion accessories remain marginal. Small wonder that the golden fibre is praised in speeches but seldom treated as a modern industrial material. A dedicated jute innovation fund, modern testing laboratories, design support, stable supplies of quality fibre and vigorous international branding could connect rural growers with a more valuable global market.

Leather and leather goods also need focused support. The sector earned about US$1.23 billion in FY2025-26 and has high local value addition, but

promising sector perpetually waiting to take off.

Against this backdrop, the role of Bangladesh's missions abroad has to be redefined. The country maintains 24 commercial wings in 21 countries, but their work should go beyond ceremonial fairs, business-card exchanges and routine general market reports. Each mission should receive product-specific and country-specific targets for jute, leather, pharmaceuticals, agro-processing, light engineering and digital services. Performance should be measured through verified buyer contacts, business matches, removal of market barriers and export orders facilitated. In fact, the pay, perks, desirable postings and promotions of officials assigned to commercial work should, to a reasonable extent, be linked with such performance. Taxpayers are entitled to ask what commercial return the country receives from these offices.

At the same time, the BIDA, the EPB, the commerce ministry, the foreign ministry and private-sector bodies will have to work from a common market intelligence platform. An exporter should be able to learn what products a particular market demands,

writes

Syed Fattahul Alim

products, would be allowed to import raw materials duty-free against bank guarantees without obtaining bond licences. The minimum 30 per cent value addition on goods produced with such imported inputs has also been withdrawn.

Alongside these measures are a 14-day service guarantee for business approvals through a single window, automatic approval after expiry of the stipulated time, three-year bond licences and fast-track customs facilities. Evidently, the government has begun to address procedural barriers that have long discouraged new exporters.

But the urgency of export diversification has never been greater. According to provisional data of the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh earned US$48 billion from merchandise exports in FY2025-26, 0.58 per cent below the previous year. Of that amount, the readymade garment (RMG) sector fetched US$38.70 billion, or 80.62 per cent of the total. So, despite decades of policies and speeches promising diversification, four out of every five export dollars still come from apparel. What happens when garment demand weakens, buyers force down prices, trade preferences disappear or a large market raises tariffs? The entire external sector then catches cold. This dependence is a structural risk to employment, foreign exchange earnings and macroeconomic stability.

In this connection, extending duty-free input facilities beyond traditional beneficiaries can lower entry costs for new exporters and release scarce working capital. Small and medium entrepreneurs, who cannot maintain a bonded warehouse or wait months for duty drawback, stand to gain in particular. Likewise, accepting reports from accredited private laboratories and simplifying tax, VAT and customs procedures should help. For exporters, time lost in obtaining a licence or clearing an input is as real a cost as tax. However, budget facilities do not automatically create competitive industries. They work only when customs decisions are predictable, energy supply is dependable, port delays are reduced and businesses can obtain affordable credit.

Removing the minimum value-addition requirement altogether also has a downside. The measure may help new exporters, but it could encourage import-and-re-export activities with little domestic processing. Worse still, duty-free inputs may be diverted to the local market unless the bank-guarantee system is backed by real-time digital tracking, risk-based audits and punishment for abuse. As Bangladesh moves towards graduation from the least developed country category, rules of origin in its major markets will become more, not less, important. So, the government should review how much local employment, technology transfer and net foreign exchange each beneficiary sector is creating. Export diversification cannot mean diversification of duty exemptions alone.

More importantly, equal access to exemptions is not equal opportunity. Apparel did not become a global export powerhouse merely because its entrepreneurs were energetic. It enjoyed bonded warehouses, back-to-back letters of credit, cash incentives, favourable taxation, export credit and sustained diplomatic attention over decades. Emerging sectors cannot catch up with only a customs concession and a pat on the back. Direct incentives should go to industries meeting measurable targets in export growth, local value addition, job creation, environmental compliance and entry into new markets. Such support may include low-cost credit, reimbursement of certification expenses, matching grants for design and technology upgrades and assistance in overseas branding. The incentives should be time-bound and subject to performance audits so that they do not turn into permanent rents.

Jute deserves special consideration in this regard. At a time when the world is searching for biodegradable alternatives to plastic, Bangladesh possesses the crop, knowledge, mills and history to build a globally recognised green industry. Yet the sector remains confined to raw fibre and traditional sacks, while higher-value products such as geotextiles, composite materials, home furnishings, specialised packaging and fashion accessories remain marginal. Small wonder that the golden fibre is praised in speeches but seldom treated as a modern industrial material. A dedicated jute innovation fund, modern testing laboratories, design support, stable supplies of quality fibre and vigorous international branding could connect rural growers with a more valuable global market.

Leather and leather goods also need focused support. The sector earned about US$1.23 billion in FY2025-26 and has high local value addition, but its potential remains constrained by environmental and compliance failures. Shortcomings of the central effluent treatment plant at Savar and the absence of widely accepted Leather Working Group certification have long prevented producers from obtaining better prices. No duty relief can compensate for failure to meet a buyer's environmental, labour and traceability standards. The government needs to finish the compliance work at Savar, help smaller factories introduce traceability, establish common testing and design facilities and offer patient finance for modern machinery. Leather should not remain another promising sector perpetually waiting to take off.

Against this backdrop, the role of Bangladesh's missions abroad has to be redefined. The country maintains 24 commercial wings in 21 countries, but their work should go beyond ceremonial fairs, business-card exchanges and routine general market reports. Each mission should receive product-specific and country-specific targets for jute, leather, pharmaceuticals, agro-processing, light engineering and digital services. Performance should be measured through verified buyer contacts, business matches, removal of market barriers and export orders facilitated. In fact, the pay, perks, desirable postings and promotions of officials assigned to commercial work should, to a reasonable extent, be linked with such performance. Taxpayers are entitled to ask what commercial return the country receives from these offices.

At the same time, the BIDA, the EPB, the commerce ministry, the foreign ministry and private-sector bodies will have to work from a common market intelligence platform. An exporter should be able to learn what products a particular market demands, which standards apply, who the credible buyers are and what support is available without visiting a maze of offices. The announced facilities for the 10 new sectors provide a useful beginning. But implementation should be transparent, sector-specific and regularly evaluated. That will ensure that public money follows demonstrable results rather than the loudest pressure groups. Unless promising sectors receive direct, performance-wise support and the country's foreign missions are assigned to find new markets, export diversification will remain more a slogan than a strategy.

sfalim.ds@gmail.com

The Daily Star
10 AUG 2025

Labour compliance key to export competitiveness

Says Sanem study

STAR BUSINESS REPORT

Labour compliance is becoming increasingly important for Bangladeshi exporters as major Western markets tighten requirements and the country prepares to graduate from the least developed country (LDC) category.

A new policy paper by economist Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling (Sanem), said labour standards are no longer only an ethical or domestic issue. They are increasingly linked to market access, buyer decisions, shipment clearance and export competitiveness.

The paper, titled From Compliance to Competitiveness: The Growing Importance of Labour Issues for Bangladeshi Exporters in the European Union and the United States, was published this month.

Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector, the country's main source of export earnings, has long relied on low labour costs, a large workforce and preferential access to major markets.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

The EU and the US are the sector's two biggest markets. The EU takes about half of Bangladesh's apparel exports and provides duty-free, quota-free access under the Everything But Arms (EBA) scheme. The US is Bangladesh's largest single-country market, although it does not offer similar tariff benefits.

The paper said this export model is now under pressure as Western markets introduce stricter labour and supply-chain requirements while Bangladesh's LDC graduation is expected to reduce some tariff preferences.

The EU has introduced rules on corporate due diligence, sustainability reporting and forced labour. Its Forced Labour Regulation, which will apply from December 2027, could block products made with forced labour at any stage of production from entering the EU market.

Bangladesh is expected to retain EBA-equivalent benefits for three years after LDC graduation but could lose them around the end of 2029. Under the revised EU Generalised Scheme of Preferences, the country may need to qualify for GSP+ to retain wider duty-free access after the transition period.

The US follows a different approach, relying mainly on customs enforcement and requirements imposed by private buyers. US law prohibits imports made wholly or partly with forced labour.

As many Bangladeshi garment factories use cotton, yarn or fabric sourced from China, exporters may have to provide documents showing that restricted inputs did not enter their supply chains.

Large US buyers also require suppliers to follow codes covering issues such as child labour, forced labour, worker rights and factory safety. A lack of traceability could delay shipments or lead buyers to cancel orders, the paper said.

As requirements increase, exporters may need to keep detailed records on workers, subcontractors and the origin of materials. Buyers may seek information not only about the factory producing a garment but also about the sources of its fabric, yarn and other raw materials.

ঢাকা।

The Business Standard
~~The Daily Star~~
10 AUG 2026

PMI hits 57.8 in July as manufacturing surges on export rebound

ECONOMY – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's Purchasing Managers' Index rose sharply in July, driven by the strongest manufacturing performance in months and the highest export earnings in a year, a business survey showed yesterday.

The composite PMI, compiled by the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Policy Exchange Bangladesh, jumped 4.9 points to 57.8 in July from 52.9 in June, well above the 50-point threshold separating growth from contraction.

Manufacturing led the recovery, surging 16.6 points to 65.4, its strongest reading in the survey period, with expansion recorded across new orders, exports, output, employment, imports and supplier deliveries simultaneously.

"The July PMI signals broad-based strengthening of Bangladesh's economy, led by a sharp manufacturing rebound and continued expansion in agriculture and services," said M Masrur Reaz, chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh. "The manufacturing recovery coincided with the highest monthly export earnings in 12 months."

- **Manufacturing PMI surges 16.6 points**
  Rebound coincides with highest monthly export earnings in a year
- **Services sector expands for the 22nd consecutive month**
  Gains 1.4 points from June
- **Agriculture posts 11th straight month of expansion**
  But PMI drops 9.6 points from June
- **Construction remains below the 50-point threshold**

The services sector expanded for a 22nd consecutive month, rising 1.4 points to 56.0, while agriculture recorded its 11th straight month of expansion, though growth moderated by 9.6 points to 55.2.

Construction remained in contraction for a second consecutive month, SEE PAGE 6 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 3

with its PMI standing at 49.3. The reading, however, improved by 9.1 points from June's 40.2, which was its weakest point in the survey period.

Masrur attributed the improvement partly to "improved foreign-exchange conditions" and businesses' expectations of a more supportive environment following the FY2026-27 budget, which included deregulation measures announced last month.

The Future Business Index showed strong expansion across all four sectors, indicating that purchasing managers expect business conditions to improve further in the coming months.

Order backlogs, however, remained in contraction across multiple sectors, suggesting that the pipeline of future work remains thin despite the near-term improvement.

Bangladesh is the world's second-largest garment exporter. Its economy has faced four years of inflation above 9% and historically low private credit growth, making the July PMI improvement a closely watched indicator of whether an economic recovery is taking hold.

ঢাকা।

The Daily Star
10 AUG 2026

Bangladesh pushes for EU trade deal, RCEP entry

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh is preparing to launch formal negotiations for a free trade agreement with the European Union while pressing ahead with its bid to join the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), as the country steps up its efforts.

The dual push marks a significant step for the country. With chief negotiators appointed and diplomatic groundwork laid, Dhaka is positioning itself to cement formal trade ties with two of the world's most powerful economic blocs.

Formal steps for the EU trade negotiations are expected to begin next month. Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir confirmed that an initial exchange of formal letters with the EU has already taken place, agreeing to enter negotiations for a free trade agreement (FTA).

"We are hopeful that we will get the date of engagement for the negotiation with the EU after August," Muktadir told The Daily Star.

An additional secretary from the Ministry of Commerce has been named Bangladesh's chief negotiator, while the EU has similarly appointed its lead trade representative.

The EU remains Bangladesh's largest export destination. According to European Commission data, Bangladesh was the EU's 35th-largest trading partner in 2025, accounting for 0.5 percent of total EU trade in goods. Conversely, the EU was Bangladesh's largest trading partner, capturing a 21.5 percent share of the country's global merchandise trade.

Bilateral trade in goods reached €23.3 billion in 2025, leaving the EU with a €19.1 billion trade deficit in Bangladesh's favour. EU imports from Bangladesh are overwhelmingly dominated by textiles, which comprised nearly 94 percent of total shipments in 2025.

Furthermore, Bangladesh is the largest beneficiary of the EU's Everything But Arms (EBA) arrangement, with €19 billion worth of exports benefiting from these duty-free preferences in 2024 at a 96 percent utilisation rate.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

EU foreign direct investment stock in Bangladesh stood at €2.5 billion in 2024, while Bangladesh's FDI in the EU totalled €86 million.

Parallel to the European talks, Commerce Secretary Md Ataur Rahman Khan is currently visiting Australia and New Zealand to rally support for Bangladesh's accession to RCEP.

The 15-nation free trade agreement in the Asia-Pacific region -- comprising the ten ASEAN members alongside Australia, China, Japan, New Zealand, and South Korea -- encompasses 30 percent of global GDP and represents a $32 trillion economic zone.

Muktadir expressed confidence in Bangladesh's prospects for joining RCEP, noting that the country has satisfied foundational criteria, such as submitting formal applications, and holds an advantage due to existing bilateral trade pacts with members Japan and South Korea.

However, the minister did not say exactly when Bangladesh may gain RCEP accession.

ঢাকা।

The Daily Star 10 AUG 2026 The Business Standard 10 AUG 2026

Trade deficit hits three-year high at $27.3b

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's trade deficit widened to a three-year high in fiscal year 2025-26, as import bills climbed even as export earnings stagnated, according to the latest Bangladesh Bank data.

The deficit stood at $27.28 billion for the year, a jump of 34 percent from FY25, said the central bank.

The country exported $43.85 billion worth of goods in FY26, almost unchanged from the previous year. Imports, meanwhile, rose 10.5 percent year-on-year to $71.14 billion, the largest annual import gain since FY22.

"Definitely, it indicates weak external performance, and global factors are more responsible for this than domestic ones," said Khondaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue (CPD).

He said imports grew mainly for inflationary reasons, particularly higher petroleum prices, while tariffs imposed by the Donald Trump administration, rising inflation in the West, and war-related supply disruptions have dampened orders from international buyers.

"So, this widening trade imbalance reflects the volatility stemming from global economic uncertainty," he said.

Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), cautioned against reading the higher import bill as a sign of stronger investment or domestic activity.

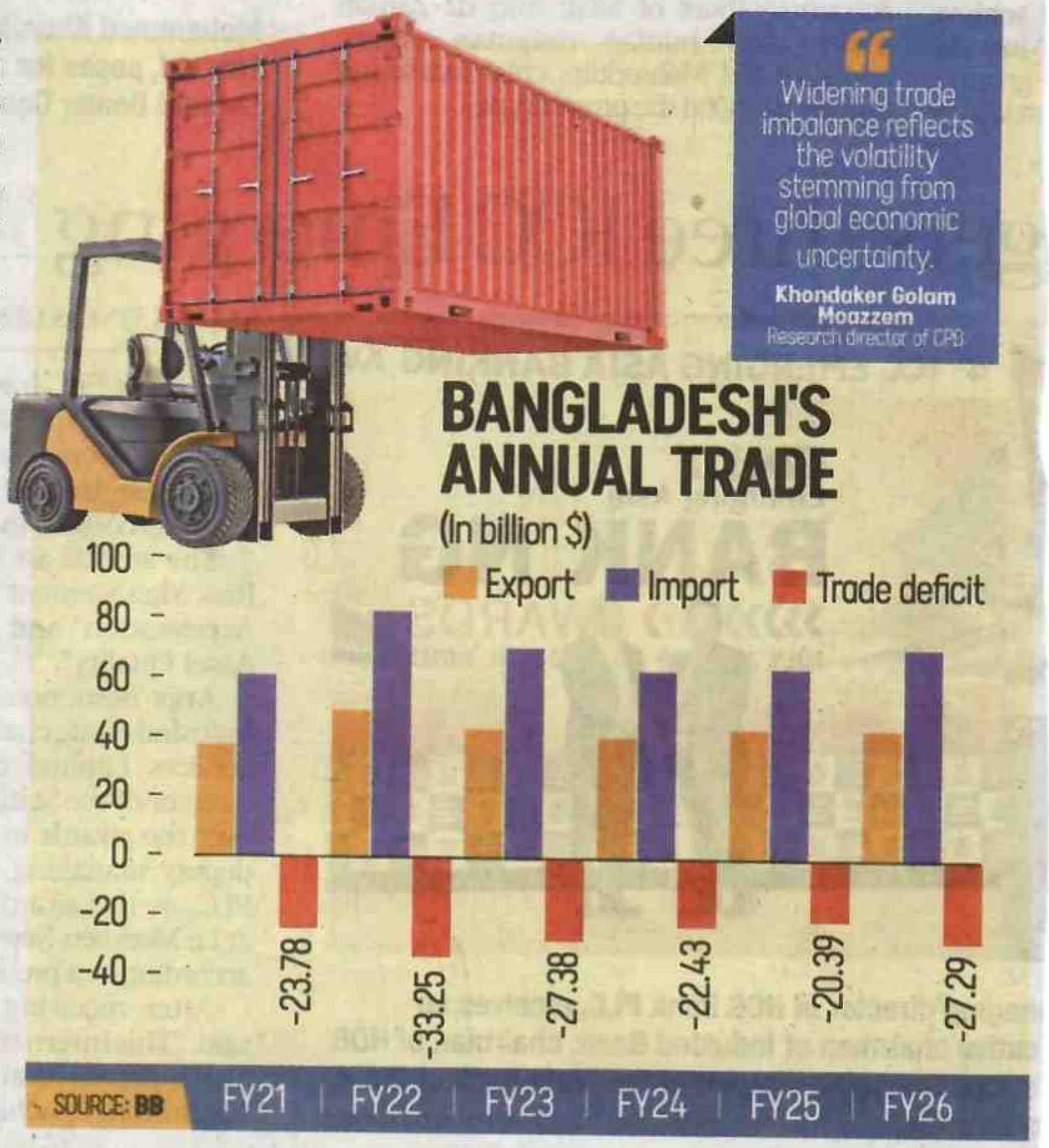

"Bangladesh Bank's import data show that capital-machinery imports have remained weak, while imports of industrial raw materials have also been subdued. This suggests that the increase in aggregate imports has not yet been accompanied by a broad-based revival in productive investment," he said.

The RAPID chairman, however, noted that some recovery in imports is not necessarily a bad sign after years of import compression amid persistent inflation.

According to him, greater availability of food, fuel, essential consumer goods and production inputs can help ease domestic

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

supply constraints, improve competition and reduce price pressures.

The more serious concern, he said, is what Bangladesh is importing, and what is happening to investment and exports at the same time. "If imports recover while capital machinery remains depressed and exports stagnate, the wider trade deficit is generating less additional productive capacity than one would normally hope to see."

CPD's Moazzem echoed the concern, saying, "Given that private credit growth stood at a historic low, it cannot be said that domestic demand and investment have spiked."

domestic import demand, but not yet a strong investment-led recovery."

Despite the widening deficit, Razzaque said it has not triggered an immediate balance of payments (BoP) crisis.

He noted that remittances rose to a record $35.6 billion in FY26, providing what he called an exceptionally large cushion that helped contain the current-account deficit to around $1.6 billion.

The overall BoP recorded a surplus of $6.6 billion for the year.

"This creates an interesting asymmetry in the economy: external-sector stability has improved considerably, but the improvement has not yet been matched by a comparable recovery in investment,

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's trade deficit widened to a three-year high in fiscal year 2025-26, as import bills climbed even as export earnings stagnated, according to the latest Bangladesh Bank data.

The deficit stood at $27.28 billion for the year, a jump of 34 percent from FY25, said the central bank.

The country exported $43.85 billion worth of goods in FY26, almost unchanged from the previous year. Imports, meanwhile, rose 10.5 percent year-on-year to $71.14 billion, the largest annual import gain since FY22.

"Definitely, it indicates weak external performance, and global factors are more responsible for this than domestic ones," said Khondaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue (CPD).

He said imports grew mainly for inflationary reasons, particularly higher petroleum prices, while tariffs imposed by the Donald Trump administration, rising inflation in the West, and war-related supply disruptions have dampened orders from international buyers.

"So, this widening trade imbalance reflects the volatility stemming from global economic uncertainty," he said.

Abdur Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), cautioned against reading the higher import bill as a sign of stronger investment or domestic activity.

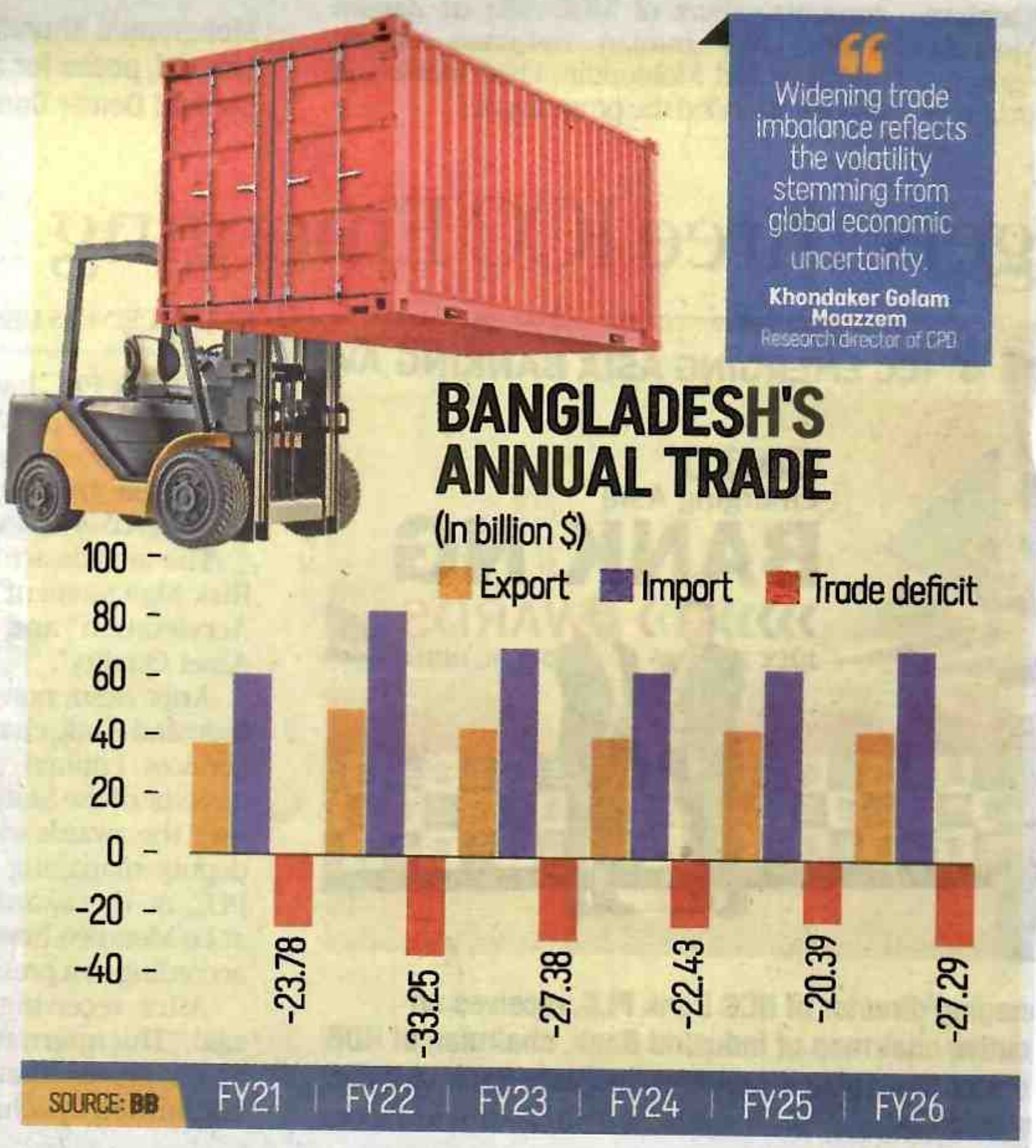

"Bangladesh Bank's import data show that capital-machinery imports have remained weak, while imports of industrial raw materials have also been subdued. This suggests that the increase in aggregate imports has not yet been accompanied by a broad-based revival in productive investment," he said.

The RAPID chairman, however, noted that some recovery in imports is not necessarily a bad sign after years of import compression amid persistent inflation.

According to him, greater availability of food, fuel, essential consumer goods and production inputs can help ease domestic

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

supply constraints, improve competition and reduce price pressures.

The more serious concern, he said, is what Bangladesh is importing, and what is happening to investment and exports at the same time. "If imports recover while capital machinery remains depressed and exports stagnate, the wider trade deficit is generating less additional productive capacity than one would normally hope to see."

CPD's Moazzem echoed the concern, saying, "Given that private credit growth stood at a historic low, it cannot be said that domestic demand and investment have spiked."

For a developing economy, Razzaque said, a larger trade deficit can in fact be healthy when it reflects imports of machinery, technology and other inputs that expand future productive and export capacity.

He said, "What is unusual in the present situation is the combination of a sizeable increase in total imports with continued weakness in investment-oriented imports and virtually no export growth.

"This suggests that Bangladesh is experiencing some normalisation of domestic import demand, but not yet a strong investment-led recovery."

Despite the widening deficit, Razzaque said it has not triggered an immediate balance of payments (BoP) crisis.

He noted that remittances rose to a record $35.6 billion in FY26, providing what he called an exceptionally large cushion that helped contain the current-account deficit to around $1.6 billion.

The overall BoP recorded a surplus of $6.6 billion for the year.

"This creates an interesting asymmetry in the economy: external-sector stability has improved considerably, but the improvement has not yet been matched by a comparable recovery in investment, industrial activity and export dynamism," Razzaque said.

"Remittances and stronger reserves are giving Bangladesh valuable macroeconomic space. The challenge now is to convert that stability into productive investment and export growth," he added.

Meanwhile, CPD's Moazzem called on the government to focus on alternative energy sources such as renewables to reduce imports as he fears the volatility in the energy market could prevail in the coming months.

ঢাকা।